৮. প্রভাত

দীনবন্ধু মিত্র

ছাত্রছাত্রীরা এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার প্রভাতের একটি মোহময়ী ছবি দেখতে পাবে। তারা তাদের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে এই কবিতাটির আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

রাত পোহালো, ফরসা হলো,
ফুটলো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা,
জুটলো অলিকুল॥
পূর্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠলো দিবাকর।
সোনার বরণ, তরুণ তপন,
দেখতে মনোহর॥
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাকছে কত কাক।
পূজা-বাটিতে, জোড়-কাঠিতে,
বাজছে যেন ঢাক॥
মাথা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়।
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়॥
কত কুমারী, সারি সারি,
দুলছে কানে দুল।
কানন হতে, কচুর পাতে
আনছে তুলে ফুল॥
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালাতে যায়।
পথে যেতে, কোঁচড় হতে
খাবার নিয়ে খায়॥
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে জাদুধন॥

Scanned with CamScanner

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: দীনবন্ধু মিত্র। বাবার দেওয়া নাম গন্ধর্বনারায়ণ। জন্ম ১৮৩০ সালে, নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। বাবা, কালাচাঁদ মিত্র। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর বাবা তাঁকে বালক বয়সেই জমিদারি সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু আরও পড়াশোনার আগ্রহে দীনবন্ধু কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং কাকার বাড়িতে থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। পাদরি লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (হেয়ার) থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষা না দিয়ে পাটনার পোস্টমাস্টারের চাকরি নেন। অল্পদিনের মধ্যে পোস্টাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই নানা পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে নীলদর্পণ নাটক লিখে তিনি সারা দেশে সাড়া ফেলে দেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, নাটক—নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, সধবার একাদশী, জামাই বারিক। কাব্য—সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা। উপন্যাস—যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর। ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ-এর অন্তর্গত বিবিধ কবিতা নামের অংশ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: এই কবিতায় কবি গ্রামের ভোরবেলাকার একটি ছবি এঁকেছেন। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিক ফরসা হয়েছে। নীল রঙের পতাকার মতো ডানা কাঁপিয়ে ভ্রমরের দল এসে জুটেছে ফুলের চারপাশে। পুব আকাশে ভোরের সোনারং আলো নিয়ে যে সূর্য উঠেছে তা দেখতে খুবই সুন্দর। ঘরের চালায় কাকের দল কলরব করছে। পুজোর বাড়ি থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাজহাঁসের দল নদীতে নেমে সাঁতার কাটছে। মেয়ের দল বাগান থেকে ফুল তুলে কচুর পাতায় রাখছে। পাততাড়ি বগলে ছেলের দল পাঠশালায় যাচ্ছে। যেতে যেতে তারা কোঁচড় থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছে। সকালবেলা মন দিয়ে পড়াশোনা করলে বিকেলে সবাই তাদের আদর করবে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

পোহালো—ভোর হল
জুটলো—জড়ো হল
অলিকুল—ভ্রমরের দল
নবীন রাগে— নতুন রঙে বা সাজে। 'রাগ' শব্দটির অনেক মানে: ১. রং ২. প্রসাধন ৩. ভালোবাসা ৪. ক্রোধ, ৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত সুর
দিবাকর—সূর্য। বিপরীত— নিশাকর
পূজা-বাটি—পুজোর বাড়ি
জোড় কাঠি—এক জোড়া কাঠি। দুটো কাঠি দিয়ে ঢাক বাজাতে হয়।
ঢাক—চামড়ায় ঢাকা বড়ো বাজনা, যা দুটো কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়
কূল—তীর, তট। বানান যদি 'কুল' হয় তাহলে অর্থ: ১. বংশ, কোষ্ঠী ২. এক ধরনের টকমিষ্টি ছোটো ফল
কুমারী—অবিবাহিত মেয়ে
কানন—বাগান। অন্য মানে— বন, অরণ্য, বনানী
তাড়ি—লিখবার জন্য তালপাতার ছোট গোছা বা তাড়া
কোঁচড়—ধুতি বা শাড়ির অংশ ধরে বা গুঁজে তৈরি থলের মতো আধার

বানান দেখে রাখো: পূর্ব— পুব বর্ণ— বরন পূজা—পুজো

Scanned with CamScanner

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) কবিতাটি কার লেখা ?

খ) কবিতার প্রথম ১২ লাইন মুখস্থ বলো।

গ) পূজা-বাটিতে ঢাক বাজছে কেন?

ঘ) যারা ঢাক বাজায় তাদের কী বলে?

ঙ) কুমারীদের কানে কী দুলছে?

চ) ছেলেরা কী নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে?

ছ) সকালে পাঠে মন দিলে বিকেলে কী হয়?

জ) প্রভাতের এই দৃশ্য কি শহরে দেখা যাবে?

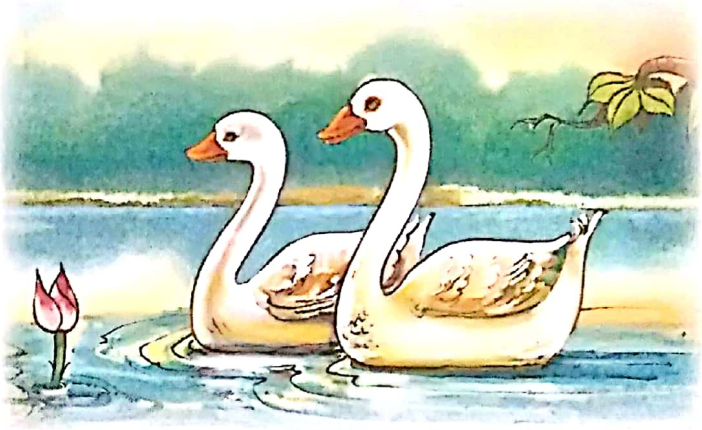

২. এক কথায় উত্তর দাও

ক) অলির দল কোথায় এসে জুটেছে?

খ) দিবাকর কোন্ দিকে ওঠে?

গ) কাকের দল কোথায় বসে কলরব করছে?

ঘ) ঢাক বাজছে কোথায়?

ঙ) মারালগুলি কোথায় সাঁতার কাটছে?

৩. ডান দিকের সঙ্গে বাঁ-দিক মিলিয়ে আবার লেখো

ক) অলিকুল	পূজা-বাটি
খ) দিবাকর	কাঁপিয়ে রাখা
গ) ঢাক	ছেলের দল
ঘ) সাঁতার	পূর্বভাগে
ঙ) পাঠশালা	মরালগুলি

৪. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) প্রভাত কবিতা অবলম্বনে গ্রামের ভোরবেলার চিত্রটি বর্ণনা করো।

খ) প্রভাত কবিতায় কবি প্রকৃতির যে চিত্রটি এঁকেছেন তার রূপ সরল গদ্যে গুছিয়ে লেখো।

গ) প্রভাতে কে কী কাজ শুরু করেছে?—কবিতা অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

SHOT ON OPPO

Scanned with CamScanner

ব্যাকরণ

১. **অর্থ লেখো:** আলিকুল দিবাকর তাড়ি কোঁচড়

২. **বাক্য রচনা করো :** পালে পালে সারি সারি

৩. **বিপরীত শব্দ লেখো :** রাত নবীন ফরসা জোড় শান্ত বেলা গৌরব

৪. **লিঙ্গ পরিবর্তন করো :** তরুণ মরাল কুমারী ছেলে

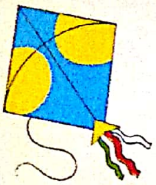

কবির যেমন ভোরবেলা পছন্দ, দিনের কোন সময়ে টা তোমার খুব প্রিয়। সেই সময় নিয়ে একটা কবিতা লেখো।

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা ওদের চারপাশে কী কী দেখতে পায়। সকাল ও রাতের চিত্রের মধ্যে কী তফাত তারা খুঁজে পায়? একটি আলোচনার পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পড়ুয়ারা নিজেদের মতামত আত্মবিশ্বেসের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে।

Scanned with CamScanner